ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৪৮
আগরতলা,২১ সেপ্টেম্বর,২০১৯

সচিবালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা
রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণ ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র : মুখ্যমন্ত্রী

শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে তা রাজ্যের বিনিয়োগকারীরাও যাতে সুফল পেতে পারেন সেই জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রয়োজনে বিনিয়োগকারীদের সাথে বৈঠকও করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত কর্পোরেট ট্যাক্স হ্রাস করার ফলে দেশের শিল্পক্ষেত্র উৎসাহিত হবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাগৃহে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় স্বরাষ্ট্র, শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, শিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইমার্জেন্সী রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম রাজ্যে কার্যকর করার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মোবাইল ডাটা টার্মিন্যাল (এম ডি টি) যাতে বেশি সংখ্যক থানার পুলিশের গাড়িগুলিতে লাগানো হয় তার উপর দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্সগুলির যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদেরও এম ডি টি ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। রাজ্যের ৮টি জেলায় ৮টি সর্বসুবিধাযুক্ত অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও তিনি বৈঠকে গুরুত্বারোপ করেন।

বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যের বর্তমান শিল্পের পরিকাঠামোগত দিকগুলির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটগুলিতে মোট ১১৬টি নথিভূক্ত শিল্প ইউনিট কার্যকর রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর বাইরে মোট ২১৫৭টি শিল্প ইউনিট কার্যকর রয়েছে। এই শিল্প ইউনিটগুলিতে মোট ৩৭ হাজার ৫৩২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা, সাব্রুম এবং ধর্মনগরে শিল্প ইউনিট গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগীরা। রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ভারত সরকার ৪টি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই ৪টি প্রকল্প হল বাধারঘাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ধর্মনগরের মিশন টিলায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, আর কে নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এবং আগরতলার এ ডি নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট-এর উন্নতিকরণ। এছাড়া সাব্রুমে স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

বৈঠকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব এম এল দে বলেন, বর্তমানে রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণে ভূতর্কী মূল্যে কৃষকদের যে সার সরবরাহ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সারের ক্ষেত্রে ডি বি টি প্রকল্পের প্রক্রিয়া ২০১৮ সালের মার্চ মাসে থেকে পুরোপুরিভাবে চালু হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্যের কৃষকদের কল্যাণ এবং কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র।

***২-এর পাতায়

সেই লক্ষ্যেই কৃষি দপ্তরকে কাজ করার তিনি পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে রাজ্যে কৃষকদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কৃষি মেলা করার বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। এই কৃষি মেলায় সফল কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের মধ্যে মত বিনিময়ের ব্যবস্থা করার বিষয়ে দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত রাজ্যে গুণগত শিক্ষা প্রসারে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য সহকারে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের ৪৪০০টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী এবং নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশ্নপত্র চালু হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুনগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরিক্ষার ফলাফল যাতে দ্রুত প্রকাশ হয় সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। যাতে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যথাযথ সময় পান। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দুটি করে প্রশ্নপত্রের সেট করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

বৈঠকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকর্তা শরদিন্দু চৌধুরী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন। সেই বার্তা রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ক্রীড়া দপ্তর। মূলত শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে রাজ্যেও এই সচেতনতামূলক অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের বাধারঘাট এবং পানিসাগরে যে দুটি স্পোর্টস স্কুল রয়েছে সেই বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। ক্রীড়া দপ্তরের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগা শেখানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আগামীদিনে শারীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের কতজন ক্রীড়াবিদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে তার একটা প্যারামিটার তৈরি করতে হবে। এই প্যারামিটারের মাধ্যমেই শারীর শিক্ষকদের পুরস্কার কিংবা পদোন্নতি দেওয়ার বিষয়ে একটি রোডম্যাপ তৈরি করার জন্য ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন। এতে রাজ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যায় উদীয়মান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। এছাড়াও বৈঠকে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের ২ অক্টোবর থেকে দেশবাসীর কাছে প্লাস্টিকমুক্ত দেশ গড়ার আহ্বান রেখেছেন। রাজ্য সরকারও যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ত্রিপুরাকে প্লাস্টিক মুক্ত রাখতে বেতার এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত প্রতিটি বাজার এলাকাকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার উদ্দেশ্যে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা দ্রুত কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রধানসচিব শশীরঞ্জন কুমার, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. ভবতোষ সাহা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****